



12376 - ইসলামের দিকে দাওয়াত

প্রশ্ন

কভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে এ পৃথিবীর বাসিন্দা বানিয়েছেন। তিনি তাদেরকে কোন কিছু ছাড়া ছেড়ে দেননি। বরং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার-পানীয় ও পোশাক সৃষ্টি করেছেন। যুগে যুগে তাদের চলার জন্য জীবনাদর্শ নাযলি করেছেন। সর্বকালে ও সর্বস্থানে আল্লাহর নাযলিকৃত আদর্শ অনুসরণ করার মধ্যে ও অন্য সকল আদর্শ বর্জন করার মধ্যে মানবজাতির কল্যাণ ও সুখ নহিতি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর এ পথই আমার সরল পথ। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশে দলিলে যেন তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১৫৩]

ইসলাম হচ্ছে সর্বশেষ আসমানী ধর্ম। কুরআন হচ্ছে- সর্বশেষ আসমানী কিতাব। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছে- সর্বশেষ নবী ও রাসূল। আল্লাহ তাঁকে এ ধর্ম সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন: “এ কুরআন আমার নিকট ওহী করা হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট তা পৌঁছবে তাদেরকে এর দ্বারা সতর্ক করতে পারি।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১৯]

আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলাম দিয়ে সকল মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন: “আপনি বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল”[সূরা আরাফা, আয়াত: ১৫৮]

ইসলামের দিকে দাওয়াত দয়া একটি উত্তম আমল। যহেতু এই দাওয়াত দানের মাধ্যমে মানুষ সরল পথের দিশা পায়। এর মাধ্যমে মানুষকে তার দুনিয়া ও আখরোতে শান্তির পথ দেখানো হয়। “ঐ ব্যক্তির চয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নকে আমল করে। আর বলে অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।”[সূরা ফুসসলিাত, আয়াত: ৩৩]

ইসলামের দিকে আহ্বান করা একটি মর্যাদাপূর্ণ মশিন। এটি নবী-রাসূলদের কাজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম



বরণনা করছেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর মশিন এবং তাঁর অনুসারীদের মশিন হচ্ছিল- আল্লাহর দিকে দাওয়াত দায়ো। আল্লাহ তাআলা বলেন: “বলুন, এটাই আমার পথ, আমি জিনে-বুঝে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকি, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করছে তারা। আর আল্লাহ কতই না পবিত্র এবং আমি মুশরকদের অন্তর্ভুক্ত নই।”[সূরা ইউসূফ, আয়াত: ১০৮]

আমভাবে সকল মুসলমান এবং খাসভাবে আলমেসমাজকে ইসলামের দাওয়াত দায়োর নর্দিশে দায়ো হয়ছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যনে থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নর্দিশে দবে ও অসৎকাজে নর্দিশে করবে; আর তারাই সফলকাম।”[সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১০৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আমার কাছ থেকে একটি আয়াত হলও পট্টেছিয়ে দাও”[সহিহ বুখারী (৩৪৬১)]

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দান একটি মহান মশিন ও গুরু দায়িত্ব। কারণ দাওয়াত মান- মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকা, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসা, অনর্ষিটরে জায়গায় কল্যাণ বপন করা, বাতলিরে বদলে হক্ককে স্থান করে দায়ো। তাই যনি দাওয়াত দবিনে তার ইলম, ফকিহ, ধর্মেয়, সহনশীলতা, কমেমলতা, দয়া, জান-মালরে ত্যাগ, নানা পরবিশে-পরসিথতি ও মানুষরে আচার-অভ্যাস সম্পর্কে অবগতি ইত্যাদি গুণ থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আপনি মানুষকে দাওয়াত দনি আপনার রবরে পথে হকিমত ও উত্তম ওয়ায়রে মাধ্যমে এবং তাদের সাথে তর্ক করুন উত্তম পদ্ধতিতে। নর্শিচয় আপনার রব, তাঁর পথ ছড়ে কে বপিথগামী হয়ছে, সে সম্বন্ধে তিনি বশৌ জাননে এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি ভালভাবেই জাননে।”[সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫]

আল্লাহ তাআলা নর্মিনোক্ত বাণীতে তাঁর রাসূলরে উপর অনুগ্রহরে কথা উল্লেখ করেন: “আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কমেমল-হৃদয় হয়েছিলে; যদি আপনি রুঢ় ও কঠোরচিত্ত হতনে তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্শমা করে দনি এবং তাদের জন্য ক্শমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।”[সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৫৯]

দাঈ বা দাওয়াত দানকারী দাওয়াত দতি গিয়ে তর্করে সম্মুখীন হতে পারনে। বর্শিষেতঃ আহলে কতিাবদেরে (ইহুদী ও খ্রিস্টান) সাথে। যদি তর্করে পর্যায়ে পট্টেছ য়য় সর্কেষতেরে আল্লাহ আমাদরেকে উত্তম পন্থায় তর্ক করার নর্দিশে দয়িছনে। উত্তম তর্ক হচ্ছিল- কমেমলতা ও দয়ার মাধ্যমে, ইসলামরে বুনয়াদি দিকগুলো তুলে ধরার মাধ্যমে, ঠিকি যভেবে নর্মিলভাবে কোনরূপ জোর-জবরদস্তি ব্যতিরেকে এ বুনয়াদগুলো এসছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন: “আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া কতিাবীদের সাথে বতির্ক করবে না, তবে তাদের সাথে করতে পার, যারা তাদের মধ্যে যুলুম করছে। আর তোমরা বল, আমাদরে প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা নাযলি হয়েছ, তাতে আমরা ঈমান এনছে। আর আমাদরে ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই প্রতি মুসলমি (আত্মসমর্পণকারী)।”[সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৬]

আল্লাহর দিকে দাওয়ার দায়োর রয়ছে মহান মর্যাদা ও অফুরন্ত প্রতদিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:



“যে ব্যক্তি কোন হদায়তেরে দকি আহ্বান করে সে ব্যক্তির জন্য রয়েছে এমন প্রতদিন যে প্রতদিন এ হদায়তেরে অনুসরণকারীগণও পাবনে; কনিতু অনুসারীদের প্রতদিন হতে বন্দিমাত্রও কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন ভ্রষ্টতার দকি আহ্বান করে সে ব্যক্তির জন্য রয়েছে এমন গুনাহ যে গুনাহ এ ভ্রষ্টতাত লিপ্ত ব্যক্তির পাবে; কনিতু অনুসারীদের গুনাহ থেকে বন্দিমাত্রও কমানো হবে না”[সহি মুসলমি (২৬৭৪)]

বৈষয়িক কোনে কছির ভতি তরী হয়ে পূরণতা পতে যমেন পরশিরম ও ধরৈয়েরে প্রয়োজন তমেনি মানুষেরে অন্তরগুলো গড়ে তুলতে এবং সগেলোকে সত্যেরে পথে নিয়ে আসতে ধরৈয় ও ত্যাগেরে প্রয়োজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামেরে দকি দাওয়াত দিয়েছেন এবং কাফরে, ইহুদী ও মুনাফকদেরে নরিয়াতনের উপর ধরৈয় ধারণ করেছেন। তারা তাঁর সাথে উপহাস করেছে, মথিয়া প্রতপিন্ন করেছে, কষ্ট দিয়েছে, পাথর ছুড়ে মেরেছে। তারা বলছে- তিনি যাদুকর, পাগল। তারা তাঁকে মথিয়া অপবাদ দিয়ে বলছে যে, তিনি কবি বা গণক। এসব কছির ওপর তিনি ধরৈয় ধারণ করেছেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাঁর ধর্মকে বজি়ী করেছেন। তাই দাঁড় কর্তব্য হচ্ছে- তাঁর অনুসরণ করা। “অতএব আপনি ধরৈয় ধারণ করুন, নশিচয় আল্লাহর প্রতশিবুতি সত্য। আর যারা দৃঢ় বশ্বাসী নয় তারা যনে আপনাকে বচিলতি করতেনা পারেন।”[সূরা রুম, আয়াত: ৬০]

তাই মুসলমানদেরে কর্তব্য হচ্ছে তাদেরে রাসূলেরে অনুসরণ করা। তাঁর আদর্শে পথ চলা। ইসলামেরে দাওয়াত দয়া। আল্লাহর রাস্তায় কষ্টেরে মুখোমুখি হলে ধরৈয় ধারণ করা; যভোবে তাদেরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধরৈয় ধারণ করেছেন। “অবশ্যই তোমাদেরে জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ, তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ ও শেষে দিনেরে এবং আল্লাহকে বশী স্মরণ করে।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ২১]

এ দ্বীনেরে অনুসরণ করা ব্যতীত এ উম্মত সুখী হতে পারবে না, কল্যাণ অর্জন করতে পারবে না। এজন্য আল্লাহ তাআলা সকল মানুষেরে কাছে এ ধর্মকে প্রচার করার নরিদশে দিয়েছেন। তিনি বলেন: “এটা মানুষেরে জন্য এক বার্তা, আর যাত এটা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনিই কেবল এক সত্য ইলাহ আর যাত বুদ্ধিম্যানগণ উপদশে গ্রহণ করে।”[সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৫২]